বিভক্তির সাতকাহন - ১৮
ভজন সরকার

অভিবাসনের কিছু সময় পরেই এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো টরেন্টোতে । সাহিত্য জগতের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করা মানুষজন দেখলেই ভালো লাগে , কথা বলতে ইচ্ছে করে , স্নিগ্ধ রুচিশীল আধুনিক এক মানুষের প্রতিকৃতি এঁকে ফেলি মনের ভেতর থেকে অজান্তেই । বারবার ঘাই খেয়েও ছাড়তে পারিনি এ নির্ভরতা , আর সহজে মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকে যাবার সে পুরনো অভ্যাস । এ ক্ষেত্রে আমার যুক্তি অত্যন্ত সহজ , অন্যকে বিশ্বাস করে নিজে ঠকার ভেতর আত্ম-তৃপ্তি আর আত্মপোলব্ধির যে অভিঘাত থাকে ,তাতে হয়ত নিজের আথির্ক ক্ষতি কিংবা সাময়িক মানসিক অশান্তি ঘটে । বিনিময়ে বিচিত্র মানুষের বিচিত্রতম চরিত্রের যে উন্মোচন -সে অমূল্য উপরি পাওনার মূল্য-ই বা কম কিসে ?

ভদ্রলোক প্রবাসে এসেছেন বেশ কিছু বছর । চলনে - বলনেও অভিবাসী-মার্কা ছাপ আর ছোপ । কথা-বার্তায় অপ্রয়োজনীয় ইংরেজীর অপ্রাঙ্গিক অবতারণা । তখন তো বটেই আজ প্রবাস জীবনের প্রায় অধ-র্যুগ পরেও তা বিরক্তিকর শুধু নয় বিচ্ছিরিও লাগে । অন্ধ-অনুকরণের নামে ইংরেজী উচ্চারনের এ অপপ্রয়াস আর অপচেষ্টা থেকে প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের রক্ষা নেই বোধ হয় কখনোই । তার উপর কিছু বছর প্রবাসে থেকে দেশের প্রতি অবজ্ঞা আর অবহেলা এমন পযার্য়ে পৌঁছে যায় যে, সদ্য দেশ থেকে আসা যে কাউকে পেলেই নিয়ম-শৃংখলা আর সহবৎ শেখানোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে বিরক্তিকর ভাবে । একে তো অভিবাসনের এ রকম বালাই , তার উপর একদা বাংলাসাহিত্যে কেউ-কেটা ছিলেন এমন একটা ভাবের উপস্থিতি ভদ্রলোককে ভয়ঙ্কর এক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে, বুঝলাম ।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ছাত্র হবার জন্যেই হোক আর আমার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য-ই হোক , কবিতার সাথে নিবিড়-ঘন সম্পর্ক আছে এমন বন্ধুর সংখ্যা নিতান্তই গৌণ । তাতে আমার সুবিধেটা এই যে, একাধারে নিজেকে চালানো যায় কবিতা-বিশেষজ্ঞ হিসেবে (বলা বাহুল্য নিজের সীমিত জ্ঞান-গরিমাকে আড়াল করেই)। আবার কবি-সাহিত্যিক হিসেবে মেকি একটা পরিচিতিও আছে সীমিত এই গন্ডিতে । সুবিধে যেমন আছে, কখনো কখনো সমস্যাতেও পড়তে হয় মাঝে মাঝে । আমার এক বন্ধু আমাকে সেই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতেই ফেলে দিলো ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে সেদিন । আমি তার নাম শুনলাম বোধ হয় এই প্রথম ।

জিজ্ঞেস করলাম ,‘‘ আপনি কবিতা লিখতেন বুঝি ?’’
চরম বিরক্তিতে উত্তর পেলাম ,‘‘ হ্যা ,আমি আশির দশকের কবি ছিলাম ।’’
গায়ে -গতরে ছোট-খাটো হবার সুবিধে এই যে , বয়স লুকানো যায় অতি সহজেই । তাই ভদ্রলোক হয়তো বা ভুল বুঝেছেন , আমি তা বুঝতে পারলাম । কবিতা থেকে প্রেম ,মনন থেকে মেধা , আর আত্ম-দর্শণ থেকে আত্ম-হননের সবগুলো সিঁড়ি পেরিয়েছি তো আশির দশকেই । পতনের যে অনিবায ´পরিনতি , তার গ্রহনের কাল সে তো আশির দশক । তাই নিজেকে বেশ অচেনাই মনে হলো সেদিন ।

এত দিন কবিতার আল-পথে হেঁটে অন্ততঃ এটা বুঝেছি , কবিদের মতো ভয়ানক প্রচার-উন্মুখ মানুষ খুব কমই আছে আমাদের দেশে । পরিচিতি -কাংগাল সৃজনশীল এই মানুষগুলোর না আছে সমাজে স্বীকৃতি- না আছে আথির্ক সংগতি নিজেকে কিংবা পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখবার । আর সব মাধ্যমে হয়তো ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকা যায় । কিন্তু শুধু কবিতা লিখে বেঁচে থাকা বড্ড কঠিন । শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো এত শক্তিমান কবি-প্রতিভা নিয়ে কতজন জন্মাতে পারে ?

যাহোক, আমি বিস্মিত হলাম । আবার লজ্জিতও বটে কবি ভদ্রলোকের মানসিক আঘাতের সম্ভাবনার কথা ভেবে । কবিতার ক্ষেত্রে দশকের বিভাজন নিজের কাছে মনে হয় কবি আর কবিতারই ব্যক্তিগত বিভাজন । আর তাই দশকের গন্ডিতে কবির পরিচিতি একদিকে যেমন সীমিত করা হয় কবিকে আবার হয়তো বা কবির অক্ষমতাকেও করা হয় বিদ্রুপ সময়ের মাপকাঠিতে মেপে । আর স্বাধীনতা -উত্তর বাংলাদেশের মহত্তম সৃষ্টি কবিতা নয় অবশ্য-ই । যদিও কবিতা প্রেমিক এক ঝাঁক বোদ্ধার সমাবেশ ঘটেছে বাংলাদেশে ; যাদের প্রায় প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছেন কবি-যশপ্রার্থী যে কয়েকজন সময়ের উত্তাপে আর কবিতার মানে বাংলাদেশে অন্ততঃ কবি হিসেবে ন্যূনতম স্বীকৃতির দাবী রাখেন , তাদের কেউই আশির দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন নি ; সবাই ষাট দশকে আর মাত্র দু'চারজন সত্তরের প্রথম ভাগে । বাংলাদেশের অসংখ্য কবিতা-কর্মী থেকে কেন একজনও কবি হিসেবে বেড়ে উঠলো না, সে সমীক্ষা অনাগত কালই করবে । আমি শুধু এটুকু সংযোজন করতে চাই, বাংলাদেশের তরুন প্রজন্মকে কবিতার সাথে পরিচিতির বদলে পরিচয় করানো হয়েছে পদ্যের সাথে । যেমনটি ঘটেছে কাজী নজরুল ইসলামের মত এক পদ্যকার আর গীতিকারকে জাতীয় কবির আসনে বসানোর ক্ষেত্রেও । এতে একদিকে যেমন কবিতা নামক মহৎ মাধ্যমকে নামিয়ে আনা হয়েছে নিম্নমাঝারি উচ্চতায় , তেমনি জাতীয় পশু-পাখির মত শুধুমাত্র কবিতার ক্ষেত্রে জাতীয় পদবি সৃষ্টি করে সৃজনশীল অন্য মাধ্যমকে করা হয়েছে অবমাননা ।

যাহোক, তথাকথিত আশির দশকের কবির মতো অনেকেই পেটে ভাতে বেঁচে -বর্তে থাকার আশায় পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে । গুনে গুনে হলেও খোদ টরেন্টোতেই সে রকম কবি-যশপ্রার্থী দের সংখ্যা বেড়ে উঠেছে প্রায় ডজন খানেকের পর্যায়ে । গাঁয়ে না মানুক , এই ডজন খানেক কবিদের অন্তকলহে আর তথাকথিত কবিতাপ্রেমের উত্তাপে বিভক্তির সাতকাহনে সংযোজন ঘটেছে এক নতুন মাত্রার । আর তাই খোদ টরেন্টোতে সামসুর রাহমানের মতো কবির স্মরণ সভাও করা সম্ভব হয়নি একটি একীভূত প্ল্যাটফর্মে । প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের কবিতা আর কবিদের এই নিম্নগামীতাকে প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন,'' একটি বন্ধ্যা জাতি এর থেকে উৎকৃষ্ট আর কিছু পারে না '' ।

(চলবে)

।। অক্টোবর,২০০৬, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com